বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদক
মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা সহযোগী
মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মোঃ আখতারউজ-জামান, উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
স্বপন কুমার নাথ, উপপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি

প্রচ্ছদ
শামসুল আলম

আলোকচিত্র
নূরুল আলম বাদল

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৭

প্রকাশক
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ
কালার গ্রাফিক

লক্ষ্য অর্জনে যেতে হবে বহু দূর ...

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ (৭ই মার্চ ১৯৭১)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের **৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ** ইউনেস্কো-র **ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার**'-এ অন্তর্ভুক্তি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

'বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত একটি সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করতে চাই। আমাদের দৃষ্টি ২০২১ সাল ছাড়িয়ে আরও সামনের দিকে, অর্থাৎ ২০৫০ সালের দিকে প্রসারিত হবে, যখন বাংলাদেশ বিশ্বসভায় একটি উন্নত ও আলোকিত দেশ হিসেবে আপন মহিমায় সমাসীন ও উদ্ভাসিত হবে।'

মো. আবদুল হামিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"একটি জাতিকে গড়ে তুলতে প্রথম সোপান হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আমরা যদি বাংলাদেশের চির অবহেলিত দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করি তাহলে শিক্ষাই হচ্ছে পূর্বশর্ত। বঙ্গবন্ধুর জীবনব্যাপী সংগ্রামের সাধনা ছিল, বাংলার মানুষের স্বাধীনতা। তিনি বলেছেন– 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন খাদ্য পায়, বস্ত্র পায়, বাসস্থান পায়, শিক্ষার সুযোগ পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।"

শেখ হাসিনা

প্রসঙ্গ কথা

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্বমানের শিক্ষা, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উপদেশনা এবং সকল দল ও অংশীজনের অভিমতের ভিত্তিতে প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে চলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধিভুক্ত বিভিন্ন দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠান। আমরা গর্বের সাথে বলি – শিক্ষা পরিবার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে দিনবদলের কর্মসূচি– ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেন। একইসাথে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, আমাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে আমরা অনুধাবন করেছি যে গতানুগতিক ধ্যান-ধারণায় শিক্ষা ব্যবস্থা ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ পূরণ সম্ভব নয়। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপক উন্নয়নের সাথে সারাদেশে শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এখন শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য চাই বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা। বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নুতন প্রজন্মকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ হতে হবে। শুধু প্রযুক্তিতে দক্ষ হলেই চলবে না; একইসাথে নৈতিক মূল্যবোধে উন্নত, দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ প্রজন্ম হবে সৃজনশীল, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত, দেশজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, মনুষ্যত্বে আলোকিত মানুষ।

দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যেই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর সকল শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা, ঝরে পড়া কমানো এবং নারী শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো হলো : উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি ও প্রণোদনামূলক বৃত্তি প্রদান এবং ২০১০ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ। এ ছাড়াও নৃ-জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে ৫টি সম্প্রদায়ের নিজস্ব মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত ও বিতরণ করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান, ব্রেইল বই বিতরণ, কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিমার্জন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে শিক্ষার উন্নয়ন ও নারী শিক্ষার প্রসারে বর্তমান সরকারের সাফল্যে সারা বিশ্ব হতে প্রশংসা, স্বীকৃতি ও সম্মান অর্জিত হয়েছে।

বিশ্বায়নের এ যুগে আমরা চাই যুগোপযুগী শিক্ষা। প্রতিটি উপজেলায় আই.সি.টি. ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১২৫টি উপজেলায় আই.সি.টি. রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে হেকেপ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশে এই প্রথম কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে গ্রহণ করা হয়েছে কলেজ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প। সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শুধু সনদ অর্জনের শিক্ষা নয়; আমরা চাই দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর কর্মমুখি শিক্ষা অর্জনে কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করেছি। যে ক্ষেত্রে বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর হার ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন চলমান রয়েছে। চীন, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে কারিগরি শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২০১৯ সালের মধ্যে ১ হাজার ১শ ৫০ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে।

ইসলামি মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ৩৫টি মাদরাসাকে মডেল মাদরাসা হিসেবে গড়ে তোলা ও ৩১টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। ১ হাজার ৪শ মাদরাসায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ২ হাজার মাদরাসায় ভবন নির্মাণ চলমান রয়েছে। আলেম সমাজের দাবি অনুযায়ী ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কলেজ ও স্কুল সরকারিকরণ প্রক্রিয়া চলমান। ইতোমধ্যে কয়েকটি কলেজ ও স্কুল সরকারিকরণ হয়েছে। সরকারি কলেজ ও স্কুলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি প্রদান ও নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখন বিশ্বে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা। জঙ্গিবাদ মোকাবেলা, দেশের তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে রাখা ও মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও চলমান রাখা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি–মানববন্ধন, সমাবেশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

আমাদের লক্ষ্য হলো–ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও দুর্নীতিমুক্ত আধুনিক বাংলাদেশ। যে-উন্নত, মানবিক রাষ্ট্র ও সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু সোনার মানুষ চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন বিশ্বে সুখী সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ। এ বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষকদের আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা মনে করি শিক্ষকদের ভূমিকা ব্যতীত এ বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। শিক্ষকগণ হলেন এ শিক্ষা পরিবারের অন্যতম প্রধান অংশ। স্মরণ রাখতে হয়, শিক্ষকদের পদোন্নতি, স্বার্থরক্ষা ও মর্যাদার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত আন্তরিক। আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষকগণ দেশ ও জাতির কল্যাণে নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

আমরা সকলের পরামর্শ ও অভিমতের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করছি। সবার অভিজ্ঞতাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই।

বরাবরের মতো ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। এ প্রতিবেদন তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। শিক্ষা পরিবারের সবার প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু।

ভূমিকা

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষার মানোন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মূলে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও যুগোপযোগী নির্দেশনা। একইসাথে রয়েছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দক্ষ পরিচালনা। তাঁর নিষ্ঠা ও অভিভাবকত্বেই শিক্ষা পরিবার যুগোপযুগী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। শিক্ষার্থী সমতা, সকল স্তরে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরেপড়া হ্রাস, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মান ও স্বীকৃতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ তথা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এ আলোকেই প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তিসহ বিশেষ প্রণোদনা, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অনলাইনে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মমুখি শিক্ষা ও গবেষণায় গুরত্বারোপ করা হয়েছে। জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সরকারের আমলেই গ্রহণ করা হয়েছে কলেজ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প। তা ছাড়া, দেশে- বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষকদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়িত কাজের বিবরণে এ-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বাস্তবায়িত কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদন তৈরি ও সম্পাদনার সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমি আশা করি।

সূচিপত্র

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় : পরিধি x
- মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ xi
- সাধারণ শিক্ষা ১২-১৪
- শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ১৫-১৬
- মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি ও অনুদান ১৭-১৮
- শিক্ষায় অবকাঠামো উন্নয়ন ১৯-২৪
- কারিগরি শিক্ষা ২৫-২৭
- মাদরাসা শিক্ষা ২৮-৩০
- বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ৩১-৩২
- সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ৩৩
- জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ৩৪
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ৩৫-৩৯
- প্রকাশনা ৪০-৪১
- সভা, সেমিনার ও কর্মশালা ৪২-৪৬
- অন্যান্য ৪৭-৪৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয় : পরিধি

প্রধান কার্যাবলি

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ বাস্তবায়ন;

২. মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি, মাদরাসা ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার এবং সার্বিক মানোন্নয়ন;

৩. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন; উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ;

৫. বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।

মন্ত্রণালয়ের বিভাগ ও অনুবিভাগসমূহ

- **মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ**
  - প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ
  - উন্নয়ন অনুবিভাগ
  - কলেজ অনুবিভাগ
  - বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ
  - অডিট ও আইন অনুবিভাগ
  - পরিকল্পনা অনুবিভাগ
- **কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ**
  - প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগ
  - কারিগরি অনুবিভাগ
  - মাদরাসা অনুবিভাগ

মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [University Grants Commission (U.G.C.)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Secondary and Higher Education (D.S.H.E.)]
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড [National Curriculum & Text Book Board (N.C.T.B.)]
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি [National Academy for Educational Management (N.A.E.M.)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Madrasa Education (D.M.E.)]
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Technical Education (D.T.E.)]
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর [Educational Engineering Department (E.E.D.)]
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ [Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority (N.T.R.C.A.)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড [Board of Intermediate and Secondary Education (B.I.S.E.)]
  (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ)
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Technical Education Board (B.T.E.B.)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Madrasa Education Board (B.M.E.B.)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট [Bangladesh Madrasa Teachers Training Institute (B.M.T.T.I.)]
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Inspection and Audit (D.I.A.)]
- বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো [Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (BAN.B.E.I.S.)]
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন [Bangladesh National Commission for UNESCO (B.N.C.U.)]
- জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি [National Academy for Computer Training & Research (N.A.C.T.R.)]
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট [International Mother Language Institute (I.M.L.I.)]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড [Non-Government Teacher Employee Retirement Benefit Board]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট [Non-Government Teacher-Employee Welfare Trust]।

সাধারণ শিক্ষা

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য অনলাইন এম.পি.ও. চালু করা হয়। পাইলটিং কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুলাই মাসে রংপুর অঞ্চলে শুরু করা হয় এবং তা ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে সম্পন্ন হয়। এতে এম.পি.ও. পদ্ধতির জটিলতা দূর হয়েছে এবং শিক্ষকদের সময় ও অর্থের অপচয় হ্রাস পেয়েছে;

- মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে Secondary Education Sector Investment Program (S.E.S.I.P.)-এর আওতায় মাঠপর্যায়ে ১ হাজার ২শ ৬১জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;

- Secondary Education Quality & Acces Enhancement Project (S.E.Q.A.E.P.) প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সালের মধ্যে ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে অতিরিক্ত ৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১হাজার ৩শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ হাজার ৯শ জন (গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে) এ.সি.টি. শিক্ষক (অতিরিক্ত ক্লাশ শিক্ষক) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ;

(i) ২০১৬ সালে ১১ হাজার ৯শ ৯২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠাভ্যাস কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এ ছাড়া, ২০১৬ সালে ২০ লাখ ৩৮ হাজার ১২০ জন শিক্ষার্থী পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে;

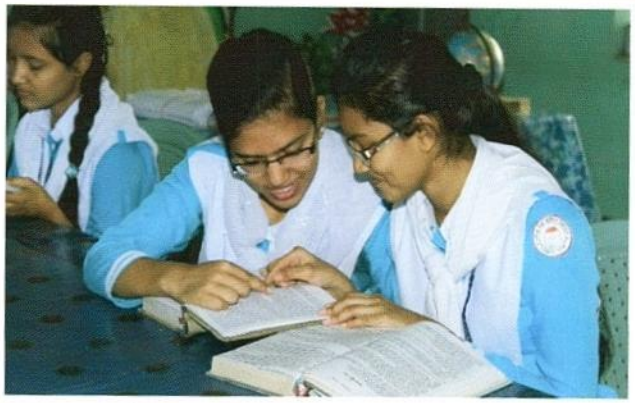

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী

(ii) বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সুপেয় পানীয় জল নিশ্চিতকরণে ২৫৮টি ডিপ টিউবওয়েল, ১১১টি ওয়াটার পাম্প ও ট্যাংক, ১১৯টি ওয়াশ ব্লক, ২০৪টি লো কস্ট ওয়াশব্লক, ৫টি সোলার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এবং ৫৭০টি শ্রেণিকক্ষ সংস্কার করা হয়েছে;

(iii) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন প্রবণতা চিহ্নিত করে লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট করা হয়;

- শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর সকল স্কুল ও মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয়ভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে হয়ে থাকে। প্রতি বছরের মতো এ অর্থবছরেও রাজশাহী অঞ্চলে ৪৫তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

৪৫তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬

- জেনারেশন ব্র্যাক-থ্রু প্রকল্পের আওতায় ৪টি জেলার (ঢাকা মহানগরী, বরিশাল, বরগুনা এবং পটুয়াখালী) ৩শ স্কুল ও ৫০টি মাদরাসায় ১০-১৯ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের Adolescents-Sexual Reproductive Health and Rights (A.S.R.H.R.) এবং Gender Based Violence প্রতিরোধ বিষয়ে বয়ঃসন্ধিকাল-বান্ধব সেবা প্রদান ও লিঙ্গ সমতাভিত্তিক আচরণ এবং পারস্পরিক সম্মানবোধ তৈরির সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে 'অ্যাডোলসেন্ট কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নারী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন এবং ২০১৬ সালের ২১ অক্টোবর ৪টি জেলায় 'কন্যা শিশু দিবস' উদযাপন করা হয়েছে;

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৩ হাজার ৬শ ৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। বিধি অনুযায়ী ৩১ কোটি ৭৯ লাখ ৫২ হাজার ৮শ ৮৭ টাকা আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ২০১৫ সালের ১৮ অক্টোবর PEER Inspection কার্যক্রম উদ্বোধন করেন

(i) নিয়মিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক হয়। এর ফলে বর্তমান সরকারের আমলে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে;

(ii) পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীকোটা যথাযথভাবে পূরণে তদারকি করা হচ্ছে। ফলে, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীনেতৃত্ব এবং নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে;

(iii) মানবপাচার ও বাল্যবিবাহ এবং ইভটিজিং প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টিতে প্রণোদিত করা হয়;

(iv) পরিদর্শন কার্যক্রম আরও গতিশীল ও আধুনিকায়নের লক্ষে PEER Inspection পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রতিবছরে ৩ হাজার ৬শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও অডিট করা সম্ভব হবে। ২০১৫ সালের ১৮ অক্টোবর মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে নিরীক্ষামূলক পিয়ার ইন্সপেকশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম. পি.;

(v) সকল ধারার ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি স্কুল ও কলেজ এবং বি.এম.)-এ পিয়ার ইন্সপেকশন সফটওয়্যারের পাইলটিং করা হয়েছে। পাইলটিং-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৭ সালের ৩ জানুয়ারি 'পিয়ার ইন্সপেকশন'-এর সফটওয়্যারের কর্মপদ্ধতি ও প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিক ডেমো প্রদর্শন করা হয়;

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা, হজযাত্রী, অসুস্থ ও সাধারণ ক্যাটাগরিতে ৮ হাজার ৬শ ৬৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৩২২ কোটি ১৩ লাখ ৫ হাজার ৩শ ৯২ টাকার অবসর সুবিধার চেক প্রদান করা হয়েছে;

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা, হজযাত্রী, অসুস্থ, কন্যাদায়গ্রস্ত ও সাধারণ ক্যাটাগরিতে ৭ হাজার ১শ ৫৭ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে কল্যাণ সুবিধা ১৫৪ কোটি ৩৮ লাখ ৭৮ হাজার ৯৪ টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে।

২০১৬ সালের ২১ মে পবিত্র হজ গমনেচ্ছু অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের মাঝে কল্যাণ ও অবসর সুবিধার চেক প্রদান করা হয়। চেক প্রদান করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

সাধারণ শিক্ষা বোর্ডসমূহের পরীক্ষার ফলাফল ২০১৬

পরীক্ষা	অবতীর্ণ শিক্ষার্থী		উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী		পাশের হার	
	মোট শিক্ষার্থী	ছাত্রী	মোট শিক্ষার্থী	ছাত্রী	মোট শিক্ষার্থী	ছাত্রী
জে.এস.সি.	১৯,২৯,০৯৯	১০,২৮,৭১৬	১৭,৮০,৭৭০	৯,৪৯,৮৩৮	৯২.৩১%	৯২.৩৩%
এস.এস.সি.	১৩,০০,২৮৪	৬,৫৮,৯৫০	১১,৫৩,৩৬৩	৫,৮৪,০৭৭	৮৮.৭০%	৮৮.৬৪%
এইচ.এস.সি.	১০,০৭,০৫৩	৪,৮৮,৮৫৯	৭,২৯,৮০৩	৩,৬১,০৮৭	৭২.৪৭%	৭৩.৮৬%

তথ্যসূত্র : মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

১২৫টি উপজেলায় উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (U.I.T.R.C.E.) উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষকদের আই.সি.টি. বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার লক্ষে ২০০৯ সালে ১২৫টি উপজেলায় স্বতন্ত্র আই.সি.টি. ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (U.I.T.R.C.E.)-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। ২০১৬ সালের ২ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সব কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন;
- ব্যানবেইসে Digital Multimedia Centre (D.M.C.) স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ব্যানবেইসের সার্ভার রুমে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি সার্ভার সংযোজন করা হয়েছে;
- রাজস্ব খাতে সহকারী প্রোগ্রামার ১২৮টি, কম্পিউটার অপারেটর ১২৮ টি, ল্যাব সহকারী ১২৮টি এবং নিরাপত্তা প্রহরী ১২৮টি (আউটসোর্সিং) পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ল্যাব সহকারী পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় (ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফ্রেঞ্চ) দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে 'এস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ (এফএলটিসি-২)' প্রকল্পের আওতায় ১৮টি সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ১টি সরকারি আলিয়া মাদরাসা এবং আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে Digital Language Laboratory চালু করা হয়েছে;

- ১৯৯৯ সালে শিক্ষা জরিপ সম্পন্নের সময় ব্যানবেইস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের Education G.I.S. বাস্তবায়ন করে। ২০০৯ সালে G.P.S. receiver ব্যবহার করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের Longitude Ges Latitude value সংযোজন করা হয়। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে web version-এর সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক তথ্য National Education Database-এ সংযোজন এবং web G.I.S. প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি, স্বীকৃতি বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য এডুকেশন জি.আই.এস.-এর সহায়তায় প্রদান করা হয়;

- মাধ্যমিক স্তরের (স্কুল ও মাদরাসা) ৩ লাখ ১২ হাজার শিক্ষকের তথ্য Online-এ সংগ্রহের কাজ ২০১৬ সালে শুরু হয়েছে;
- দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিক উপায়ে চিহ্নিত করার জন্য E.I.I.N. (Educational Institution Identification Number) নম্বর প্রদান শুরু হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে E.I.I.N. নম্বর প্রদান করা হয়েছে;

(i) ব্যানবেইস লাইব্রেরি অটোমেশন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের লক্ষ্যে Koha-Greenstone Integrated Library Management System-এর মাধ্যমে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস সার্ভারের সাথে লিংক প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন অটোমেশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রন্থাগারের অটোমেশন সম্পন্ন করা হয়েছে;

(ii) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ই-বুক প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও ব্যানবেইস ওয়েবসাইটে ওয়েব এনাবেল শুরু হয়। বর্তমানে ই-বুকের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। ৭৬৭টি পুস্তকের ডাটা এন্ট্রি, কল নম্বর ও বারকোডসহ প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। তা ছাড়া ব্যানবেইস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত শিক্ষা বিষয়ক সংবাদের ৮ লাখ ৩ হাজার ৫শ শিরোনাম ই-পেপার ক্লিপিংস ব্যানবেইস-ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে;

- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (N.T.R.C.A.)-এর নিয়োগ কার্যক্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ ও ভর্তি প্রক্রিয়া, শিক্ষা বোর্ডসমূহের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, নিরীক্ষণ, রেজিস্ট্রেশন, পি.এস.সি.-র কার্যক্রম, বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তরের টেন্ডার ইত্যাদি অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে;
- 'তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ১ হাজার ৫শ বেসরকারি কলেজে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং কম্পিউটার সরবরাহ চলমান রয়েছে;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর' প্রকল্পের আওতায় ১৬০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও প্রতি বিদ্যালয়ে ১০টি করে মোট ১ হাজার ৬শ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩১০টি বিদ্যালয়ে (প্রতি বিদ্যালয়ে ৭টি করে) মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করা হয়েছে;
- Teaching Quality Improvement in Secondary Education (T.Q.I.-II) প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৫১টি সি.সি.এস. স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ১৭টির শতভাগ সম্পন্ন এবং ২০টি সেন্টারের মধ্যে ৬টির আনুভূমিক সম্প্রসারণ ৮০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে;

(i) এ প্রকল্পের আওতায় ৫৬৬টি প্রিন্টার, ২৫১টি ফটোকপিয়ার, ৩৮৫টি ইউপিএসসহ ডেস্কটপ, ৫১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক ও জেলা শিক্ষা অফিসে বিতরণ করা হয়েছে;

- 'শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ৭০টি কম্পিউটার ল্যাব ও ৬শ মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন চলমান রয়েছে;
- S.E.S.I.P.-এর আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের ই-লার্নিং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সারাদেশে মোট ৬শ ৪০টি বিদ্যালয়ে I.C.T. Learning Center (বিদ্যালয় : ৫৪২ ও মাদরাসা : ৯৮টি) স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
- মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি ২য় পর্যায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প-এর অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;
- নায়েমে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে ৫৫টি ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে;
- ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির English For Today বিষয়ের Listening Text এর অডিও তৈরি করে এন.সি.টি.বি.র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি ও অনুদান

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি, ঝরে পড়া কমানো, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থী সমতার লক্ষ্যে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চেক প্রদান

- মা.উ.শি. অধিদপ্তরের আওতায় ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং মা সমাবেশের আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী সমতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর পাঁচটি উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের [মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩টি, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১টি, স্নাতক (পাস) সমমান পর্যায়ের ১টি] মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৪০,৩৪,৮৭৯ জন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে ৮২৫ কোটি ৯ হাজার টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে 'স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প'-এর মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২ লাখ ৯ হাজার ৩শ ১৬ জন শিক্ষার্থীকে ১১৪ কোটি ৩ লাখ ৫৫ হাজার টাকা উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে;
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক(পাস) ও সমমান পর্যায়ের ৮২ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি-সহায়তা হিসেবে ২ লাখ ২৭ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, দুর্ঘটনায় আহত ৪ জন শিক্ষার্থীকে অনুদান দেওয়া হয়েছে ৭০ হাজার টাকা;
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে নারীশিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক ৩০ হাজার পোস্টার ছাপা ও বিতরণ করা হয়েছে;
- S.E.Q.A.E.P. প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১৬ লাখ ৬৬ হাজার ৭৫৪ জন অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীকে Proxi Means Testing (P.M.T.) বেইজড উপবৃত্তি ৪০১৭৬.৬৭ লাখ টাকা এবং টিউশন ফি বাবদ ১৬ লাখ ৬৬ হাজার ৭৫৪ জন অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীকে ৬৯ কোটি ১০ লাখ ৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০ লাখ ৫ হাজার ৫৪৫ জন শিক্ষার্থীকে ২১ কোটি ৫৯ লাখ ১৯ হাজার টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;

সেকায়েপ প্রকল্প কর্তৃক পি.এম.টি. বেইজড এর উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান

- মা.উ.শি. অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মেধাবৃত্তির আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২ লাখ ২৪ হাজার ১৫ জন শিক্ষার্থীকে ২২১ কোটি ৫৮ লাখ ৯৬ হাজার ৯০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে;

- S.E.Q.A.E.P. প্রকল্পের মাধ্যমে এস.এস.সি. পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১৬ সালে ১ হাজার ৩শ ৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ১ লাখ ৯ হাজার ৯শ ১২ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী ও ১ লাখ ৪৮ হাজার ৯শ ১৯ জন শিক্ষার্থীকে এস.এস.সি. পাস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে;
- অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকা এবং চরাঞ্চলসহ প্রায় ৮৩টি উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষকগণকে (ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য) T.Q.I.-11 প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি মাসে ২হাজার টাকা প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। এ জন্য ১হাজার ১শ ৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ২হাজার ৬শ ৪৫জন শিক্ষককে নির্বাচিত করা হয়েছে;
- T.Q.I.-II প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া এলাকার (সরকার কর্তৃক চিহ্নিত অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকা) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণকে বি.এড প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এ লক্ষে ২০১৬ সালে ৮৫জন শিক্ষককে নির্বাচিত করা হয়েছে। যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকগণ বি.এড. প্রশিক্ষণে অংশ নিবেন সেসব প্রতিষ্ঠানকে বিকল্প শিক্ষক কর্তৃক পাঠদানের জন্য এককালীন ১০ হাজার টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৬ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বি.এড. প্রশিক্ষণে ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ১টি বি.এম.টি.টি.আই. ও ৫টি বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে অংশগ্রহণকারী ১ হাজার ৬শ ৭ জন শিক্ষক, যাদের পরীক্ষায় ৪৫ শতাংশ নম্বর রয়েছে তাদের প্রত্যেককে মাসিক ৩ হাজার টাকা প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে।

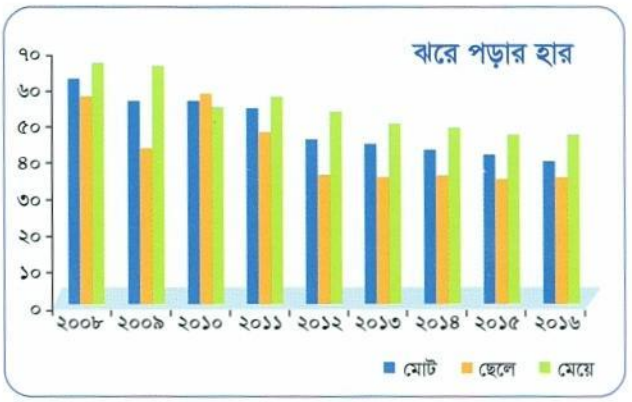

ইউজিসি স্বর্ণপদক প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষায় অবকাঠামো উন্নয়ন

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প তিনটির আওতায় ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ৯টি একাডেমিক ভবন, ২৫টি আবাসিক ভবন, ১০টি শিক্ষার্থী আবাসিক হল এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ২৯টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ৭ মার্চ ভবনের নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১টি প্রশাসনিক ভবন ও ১টি ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়;
- ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফ্যাসিলিটিজ ফর দি ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড দি ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিটেকচার ইন ডুয়েট প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক, ১টি ছাত্রী হল নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরি সুবিধা আধুনিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া বৌদ্ধ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক সুবিধা সৃষ্টিকরণ প্রকল্পের আওতায় ১টি শিক্ষার্থী আবাসিক হল এবং একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২টি একাডেমিক ভবন ও ৪টি শিক্ষার্থী আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়;
- চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ২টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ১টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫টি একাডেমিক ভবন, ৪টি ছাত্রী হল নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২টি ছাত্রী হল নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২টি একাডেমিক ভবন, ১টি ছাত্রী হল এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় ৬টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি শিক্ষার্থী হল, কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৫টি আবাসিক ভবন এবং অন্য ২টি ভবন নির্মাণ করা হয়;
- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২টি একাডেমিক ভবন, ১টি ছাত্রী হল এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৩টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ৫টি শিক্ষার্থী হল এবং অন্য ১টি ভবন নির্মাণ করা হয়;
- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হল নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৪শ ৩০ আসন বিশিষ্ট ১টি ছাত্রী হল ও ১টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তা ছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি শিক্ষার্থী হল ও কেন্দ্রীয় মসজিদসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২টি একাডেমিক ভবন, ৪টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবনসহ আরও ৩টি ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সুবিধা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক, ১টি শিক্ষার্থী হলসহ আরও ২টি ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২টি একাডেমিক ভবন, ১টি ছাত্রী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ২টি একাডেমিক ভবন, ২টি প্রশাসনিক ভবন, ৪টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ১টি আবাসিক ভবন ও অন্য ১টি ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৩টি একাডেমিক ভবন, ২টি প্রশাসনিক ভবন, ৪টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন-১ম পর্যায় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প দু-টির আওতায় ২টি একাডেমিক ভবন ১টি ছাত্র হল ও ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;

- সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৬টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ৪টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৪টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি একাডেমিক ভবন এবং একটি অডিটরিয়াম ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২টি একাডেমিক ভবন ১টি অডিটরিয়াম নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়া সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২টি একাডেমিক ভবন, ৩টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৪টি আবাসিক ভবনসহ অন্য ৪টি ভবন নির্মাণ করা হয়;

- রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৩টি একাডেমিক ভবন, ৩টি প্রশাসনিক ভবন, ৪টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া ড. এম.এ.ওয়াজেদ ইনস্টিটিউট ও রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি ছাত্রী হল এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ১টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক, ১টি ছাত্র ছাত্রী হল এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন ও অন্য ৩টি ভবন নির্মাণ করা হয়;

- হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ৩টি ছাত্র ছাত্রী হল এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- স্টাবলিশমেন্ট অব বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৪টি একাডেমিক ভবন, ৬টি প্রশাসনিক ভবন, ৪টি ছাত্র ছাত্রী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪টি একাডেমিক ভবন, ৩টি প্রশাসনিক ভবন, ৪টি ছাত্র ছাত্রী হল এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৩টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২টি ছাত্র ছাত্রী হল ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ১টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৩টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ৩টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৩টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমিক ভবন, ২টি ছাত্রী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প (২০০৯- ২০১৭)। প্রকল্প বরাদ্দ : ১৭ কোটি ৩৬ লাখ ৫ হাজার টাকা। ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা একাডেমিক ভবন ২টি, ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা প্রশাসনিক ভবন ২টি, ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ছাত্র হল ২টি, ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ছাত্রী হল ১টি, ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ডরমিটরি ২টি, ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ক্যাফেটেরিয়া ১টি, ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা লাইব্রেরি ভবন ১টি এবং ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা উপাচার্য মহোদয়ের অফিস কাম বাসভবন ১টি। বাস্তব গড় অগ্রগতি : ৭৭ শতাংশ ও আর্থিক অগ্রগতি : ৭৪ কোটি ৪৩ লাখ ৯৬ হাজার টাকা;

একাডেমিক ভবন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : ২০১৪- ২০১৭)। প্রকল্প মূল্য : ১০৫ কোটি টাকা (পূর্ত ৮৪.৮১ কোটি টাকা)। ৫তলা ভিত বিশিষ্ট সিনিয়র শিক্ষক আবাসিক ভবন, ৫তলা ভিত বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৪০০ আসনের ছাত্র হল, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৪০০ আসনের ছাত্রী হল, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৪র্থ শ্রেণি স্টাফ কোয়ার্টার, ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট পোস্ট গ্রাজুয়েট ডরমিটরি, ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যাল কমপ্লেক্স, শহিদ মিনার, ২তলা ভিত বিশিষ্ট অডিটরিয়াম, গেইট, পুকুর খনন, পানি সরবরাহ ব্যস্থাপনা এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ মোট ১৪টি অঙ্গের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাস্তব অগ্রগতি ১৫ শতাংশ;

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০০৮- জুন ২০১৬)। প্রকল্প বরাদ্দ : ১০৭ কোটি টাকা। ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ১৬ তলা ছাত্রী হল ১টি, একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ১৬) ১টি, ডরমিটরি ভবন এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ(২য় তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা) শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে, ইউটিলিটি ভবন এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ(৩য় তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা) শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব গড় অগ্রগতি : পূর্ত ২০ শতাংশ ও আর্থিক অগ্রগতি : ১০ কোটি টাকা;

- ৫ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক বিভাগ চালুর লক্ষ্যে আমব্রেলা প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫টি (B.U.E.T., K.U.E.T., R.U.E.T., C.U.E.T. & D.U.E.T.) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি একাডেমিক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৪টি (D.U., C.U., S.U.S.T., N.U., N.B.S.T.U., A.S.T.U., P.S.T.U., C.U.E.T., D.U.E.T., K.U.E.T., R.U.E.T., N.S.T.U., J.K.K.N.I.U. & C.V.A.S.U.) বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি একাডেমিক ভবন, ৬টি প্রশাসনিক ভবন, ১০টি শিক্ষার্থী হল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৮টি আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম :

- 'ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন' প্রকল্পের মাধ্যমে ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের (সংশোধিত ডি.পি.পি. অনুযায়ী) ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে এ দু-টি প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ১৪টি প্রতিষ্ঠানে ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণসহ গড়ে ৭০ শতাংশ সম্পাদিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি বিদ্যালয়ের কাজ হাতিরঝিলের পরিবর্তে সবুজবাগে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ চলমান আছে;

ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ১টি

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিস' প্রকল্পের মাধ্যমে অটিস্টিক একাডেমি স্থাপনের লক্ষ্যে রাজউক পূর্বাচল এলাকার ৩.৩৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে;

- শেখ হাসিনা একাডেমি এন্ড উইমেন্স কলেজ, কালকিনি, মাদারীপুর-এর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৬)। প্রকল্প মূল্য : ১৮.১২ কোটি টাকা। প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান : ০৪টি। ১) একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা) ২) একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা) ৩) ১০০ আসনের ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা) ৪) প্রিন্সিপাল ও সুপার কোয়াটার (৩ তলা ভিতের উপর ৩ তলা) ৫) অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ৬) গভীর নলকূপ স্থাপন। ৪টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। গড় অগ্রগতি-৩৫ শতাংশ, আর্থিক অগ্রগতি ৩.৫১ কোটি টাকা;

- '৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্প'-এর আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১৫৩টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ শতভাগ এবং ১৬০টি বিদ্যালয়ের মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৬০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ৩১০টি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম তৈরি ও ২০০টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। সর্বমোট ১২ কোটি ৯৫ লাখ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

চরফ্যাশন টাফন্যাল ব্যারেট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়

- 'তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পটির আর.ডি.পি.পি. মূল্য ৫৫৪৭.৭৫ (পূর্ত ৪২৪৫.০৬) কোটি টাকা (মেয়াদ: জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৮)। ১ হাজার ৫শ এর মধ্যে ১ হাজার ২শ ৮৯টি কলেজে ৪/৫/৮ তলা ভিত বিশিষ্ট যথাক্রমে ৪/৫/৮ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে কম্পিউটার সামগ্রী, আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৪শ ১১টি দ্বিতল ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থ ৪৯৪.২০ কোটি টাকা। বর্ণিত প্রকল্পে সর্বমোট ব্যয়িত অর্থ ১০২৯.৯৩ কোটি টাকা এবং গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৬৮ শতাংশ;

বহরপুর কলেজ, রাজবাড়ী

- 'শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের (আগস্ট ২০০৮- ডিসেম্বর ২০১৬) আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৯টি একাডেমিক-কাম-এক্সামিনেশন হল নির্মাণ শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে, ১৫টি চলমান আছে, ৩টি হোস্টেলের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬২টি চলমান আছে। এ ছাড়া ১টি সাধারণ একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং এবং ২৪টির কাজ চলমান রয়েছে। পূর্ত কাজ বাবদ সর্বমোট ১৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে;

সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা

- 'পাইকগাছা কৃষি কলেজ, খুলনা' প্রকল্পের ডি.পি.পি মূল্য ৪৫.৩৬ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত আর.ডি.পি.পি মূল্য ১০১.৫৬ কোটি টাকা (মেয়াদ : ২০১০–২০১৬) এবং প্রস্তাবিত (মেয়াদ : ২০১০– ২০১৯);

- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১১- জুন ২০১৭) প্রকল্প ব্যয় : ২২৫৩.১৬ কোটি টাকা। এ প্রকল্পে পয়ঃপ্রণালি, পানি সরবরাহ, বিদ্যুতায়নসহ চারতলা ভিতবিশিষ্ট একডেমিক ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। ২৩৫৩টি প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৮৩ শতাংশ;

সীচা উচ্চ বিদ্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা

- নির্বাচিত বেসরকারি মাদরাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (সংশোধিত)' প্রকল্পটির ডি.পি.পি. মূল্য ৭৩৮.২৪ (পূর্ত ৬৮২.০৯) কোটি টাকা (প্রকল্প মেয়াদ : ২০১১ – ২০১৮)। প্রকল্পভুক্ত ১ হাজার প্রতিষ্ঠানে ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৫ - ২০১৬ অর্থবছরে এ.ডি.পি. বরাদ্দ ১২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সমাপ্ত ৮৭০টি, চলমান ১৩০টি। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৩৫ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০ শতাংশ;

দাঁতমণ্ডল এরফানিয়া দাখিল মাদরাসা, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

- ১১০.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (মেয়াদ : ২০১৩ – ২০১৭) বাস্তবায়নাধীন Enhancing the Madrasas Learning Environment Project in Bangladesh প্রকল্পভুক্ত ৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পয়ঃপ্রণালি, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুতায়নসহ ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৪টি প্রতিষ্ঠানে শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৬৩.৮৩ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৯৯ কোটি টাকা;

- মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৩-২০১৬)। প্রকল্প ব্যয় : ২৭.৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস এবং অডিটরিয়ামের সম্প্রসারণসহ আধুনিকীকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ৭টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ;

মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ

- বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের গাইড হাউস এবং কালিয়াকৈরের বাড়ৈপাড়াস্থ গার্ল গাইডস ক্যাম্পের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরের বাড়ৈইপাড়ায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ডরমিটরি এবং ঢাকাস্থ বেইলি রোডে ১০তলা মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের গাইড হাউসে মাল্টিপারপাস ভবন, বেইলি রোড, ঢাকা

- 'সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০আসন বিশিষ্ট বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, সখীপুর, টাঙ্গাইল' (মেয়াদ : ২০১৩–২০১৬; প্রস্তাবিত ২০১৩–২০১৭) প্রকল্প। প্রকল্প বরাদ্দ : ২২.০২ কোটি টাকা (আর.ডি.পি.পি. বরাদ্দ : ২৩.৪২ কোটি টাকা)। ৫০০ আসন বিশিষ্ট বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, গভীর নলকূপ স্থাপন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি। এ ছাড়া ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ কাজ। ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ভবন নির্মাণ;

৫০০ আসন বিশিষ্ট বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস, সখিপুর মহিলা কলেজ, টাঙ্গাইল

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প ২য় পর্যায় (মেয়াদ : ২০১১ – ২০১৬)। প্রকল্প বরাদ্দ : ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১৬.০৮ কোটি টাকা (পূর্ত : ৩২.৮১ কোটি টাকা) প্রকল্প মূল্য : ৫৪.৭৭ কোটি টাকা। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পূর্ত কাজের আর্থিক অগ্রগতি ১০.৭৭ কোটি টাকা;

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

- সদর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মেয়াদ : ২০১৪– ২০১৬) (প্রস্তাবিত প্রকল্প মেয়াদ : ২০১৫ – ২০২০) প্রকল্প মূল্য : ১১৮.৬২ কোটি টাকা (প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্প মূল্য : ৪১২.২০ কোটি টাকা)। প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান : ৩৩টি (ই.ই.ডি.র সদর দপ্তর ১টি এবং জেলা কার্যালয় ৩২টি)। ৮টি (রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, পিরোজপুর ও ময়মনসিংহ) জেলা কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এর বাস্তব গড় অগ্রগতি ৫০ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮০ কোটি টাকা। এ ছাড়া যশোর, বগুড়া ও নওগাঁ জেলা কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ১৪.২৮ কোটি টাকা;

- সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন (সিলেট-২,বরিশাল-২,খুলনা-৩=৭টি) প্রকল্পের ৭টি বিদ্যালয়ের জন্য ৮.৭০৮১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ৬টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। গড় অগ্রগতি ৫৫ শতাংশ। আর্থিক অগ্রগতি : ১৬.২৫ কোটি টাকা;

সিলেট সরকারি হাইস্কুল, লাক্ষাতুরা টি এস্টেট, সিলেট

- বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় প্রশাসনিক ভবন, বিভিন্ন একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, অধ্যক্ষের ভবন ও সিনিয়র অফিসার কোয়ার্টার, জুনিয়র অফিসার কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ চলমান। মোট ১২টি ভবনের নির্মাণ ব্যয় : ৬৫.৩১ কোটি টাকা।

নবনির্মিত ভবন, বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল

একাডেমিক ভবন, ঝিনাইদহ টেক্সটাইল কলেজ, ঝিনাইদহ

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি স্টল পরিদর্শনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী

- শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২য় পর্যায়ে সকল উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হবে;

- ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ হতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের টেকনোলজিভিত্তিক বিদ্যমান আসন সংখ্যা ৪৮ থেকে ৬০ এ উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সংখ্যাগত আসন বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
আসন সংখ্যা ৩১৫৬০	আসন সংখ্যা ৫৭৭৮০

- কারিগরি শিক্ষায় সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত মোট ২৬৫ গ্রুপ হতে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ৯৬৩ গ্রুপে উন্নতি করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে এনরোলমেন্ট বৃদ্ধিসহ ভৌত অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে;

- কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট বর্তমানে ১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে;
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর হতে ৫ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- প্রতিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে মেয়েদের কোটা ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ১০ হতে বাড়িয়ে ২০শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। একীভূত শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ৩২৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ লাভ করেছে;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণকে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে (বিদ্যমান ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ/ইনস্টিটিউট, ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ৬৪টি টি.এস.সি.) ৪৫০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে;
- কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়নে গঠিত হয়েছে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (N.S.D.C.)। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (N.T.V.Q.F.) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ১৬২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (৫৩টি সরকারি এবং ১০৯টি বেসরকারি) ১ লাখ ৫৬ হাজার ২শ ৬ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নরত সকল ছাত্রীসহ মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাসিক ৮শ টাকা হারে মোট ৭ হাজার ৪শ ৯৮ লাখ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৩৩টি ডিপ্লোমা লেভেল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর প্রতিটিকে Implementation Grant হিসেবে সর্বোচ্চ ৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত মোট ২০৯৭৩.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর ফলে ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট, জব ফেয়ার, স্কিলস কম্পিটিশন, গেস্ট লেকচার, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্লেসমেন্ট সেল, স্থাপনসহ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ৬৪টি (৪৭টি সরকারি, ১৭টি বেসরকারি) প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১৮,৬৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৩২টি ট্রেডে ৬ মাস/৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতি প্রশিক্ষণার্থীকে মাসে ৭ শত টাকা হারে মোট ২৩৯৫.৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- রিকগনিশন অব প্রায়র লার্নিং (R.P.L)-এর এসেসমেন্ট কার্যক্রম এবং এস.এস.সি. (ভোক) এর এপ্রেনটিসশিপ প্রোগ্রামের পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৩৪ জন সার্টিফাইড এসেসর তৈরি করা হয়েছে;
- নির্বাচিত ১০টি আর.পি.এল. এসেসমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৩ হাজার ৯শ ৭২ জনকে এসেসমেন্ট সনদ প্রদান করা হয়েছে;

স্কিলস কমপিটিশন ২০১৬ উদ্বোধনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

ব্যবহারিক ক্লাসে শিক্ষার্থীরা

- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে স্কিলস কমপিটিশন অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় ১হাজার ৬শ ২৬টি বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭শ ২৬ জন শিক্ষক ও ১শ ৬৬ জন কর্মচারীসহ মোট ৮শ ৯২ জনকে এম.পি.ও.ভুক্ত করা হয়েছে;
- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ২৬১৩টি প্রতিষ্ঠানে ৭৩৭০০০টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ২০১৪-১৫ সালে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪৭৩.৬ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৬.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে;
- ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কারিগরি প্রতিষ্ঠান হতে পাশকৃত শিক্ষার্থীদের নিয়ে জব ফেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

জব ফেয়ার-এ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- কারিগরি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে দেশের ৬০টি জেলা শহরে ৬০টি Outdoor Dissemination Program-এর আয়োজন করা হয়েছে;
- কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে টি.ভি.ই.টি. প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে র‍্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একাডেমিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে Industry Institution Linkage বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক সহায়তার জন্য ১২টি ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির দক্ষতা বৃদ্ধিতে ৩শ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষা

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে ইসলামি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির গুরুত্বারোপ এবং পরিবর্তিত জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি, সমকালীন জীবনের চাহিদা বিবেচনা করে মাদরাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি, জুনিয়র দাখিল, দাখিল এবং আলিম স্তরের সকল শ্রেণির ইসলাম ও আরবি বিষয়সমূহের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে;
- ইবতেদায়ি ১ম থেকে দাখিল ৯ম-১০ম পর্যন্ত মোট ৫৩টি পাঠ্যপুস্তক মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী পরিমার্জন ও প্রচলন করা হয়েছে;
- সকল মাদরাসার জন্য একটি অভিন্ন পাঠ-পরিকল্পনার ছক মাদরাসা বোর্ড এর ওয়েব সাইট-এ প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে;
- মাদরাসা শিক্ষার্থীদের আরবি ভাষার ৪টি দক্ষতা (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বাচনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাদরাসার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ১০ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে;
- A.D.B.-এর অর্থায়নে Capacity Development for Madrasa Education প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে উন্নতমানের সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও কারিগরি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষাক্রম, শিক্ষা উপকরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিমার্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্পভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- S.E.S.I.P.-এর অর্থায়নে মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের ইন্টার‍্যাকটিভ ডিজিটাল ভার্সন উন্নয়নের কাজ অব্যাহত আছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণির কুরআন মজিদ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি ১ম ও আরবি ২য়পত্র–এ ৪টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের ইন্টার‍্যাকটিভ ডিজিটাল ভার্সন (I.D.M.T.) উন্নয়ন করা হয়েছে। উন্নয়নকৃত I.D.M.T. পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারের জন্য ৩৯টি মাদরাসা নির্বাচন করা হয়েছে;

ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল মাদরাসা বুকস-এ রূপান্তর বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

- বোর্ডের অধিভুক্ত ৯৩৯৭টি মাদরাসায় বোর্ডের নিজস্ব ডোমেইন -ওয়েবপোর্টালের আওতায় ইন্টার‍্যাকটিভ ওয়েবসাইট খুলে দেওয়া হয়েছে;
- বোর্ডের নিজস্ব ওয়েব সাইটটি (www.bmeb.gov.bd) N.P.F. (ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক)-এর আওতায় a2i প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় উন্নয়ন করা হয়েছে;
- তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মাদরাসার শিক্ষকরাও অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে টি.কিউ.আই. প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য প্রাথমিক বাছাই পর্বে মাদরাসা শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করে সাফল্য লাভ করেছেন;
- মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য সাধারণ শিক্ষার বি.এড. ও এম.এড. এর ন্যায় B.M.T.T.I. এর মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বি.এম.এড. কোর্স চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া মাদরাসার প্রধানদের জন্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ব্যানবেইস ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বি.এম.টি.টি.আই.) এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত ৯৪০০টি মাদরাসায় ওয়েবসাইট খুলে দেওয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটি পরিচালনা ও আপডেট করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সকল মাদরাসার শিক্ষকদের (প্রতিটি মাদরাসা থেকে ১জন শিক্ষককে) ওয়েবপোর্টাল উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য মাস্টার ট্রেইনার তৈরির লক্ষ্যে ৪০০ মাদরাসা শিক্ষককে প্রাথমিকভাবে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- আরবি ভাষায় মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বাচনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে এ বোর্ডের অধিভুক্ত ৯৪০০ মাদরাসা থেকে ১ জন করে আরবি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানে ম্যানুয়াল তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- সাধারণ শিক্ষাধারার প্রশ্নপদ্ধতির সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখে জে.ডি.সি., দাখিল এবং আলিম পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে জুনিয়র দাখিল স্তরে ৯টি বিষয়, দাখিল স্তরে ১৫টি বিষয় এবং আলিম স্তরে ৮টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি সম্প্রসারিত হয়েছে;
- মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বাধাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষার আবশ্যিক বিষয়সমূহে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সমান নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে;

- এন.সি.টি.বি-র ন্যায় মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড মাদরাসা শিক্ষা ধারার আরবি ও ইসলামি বিষয়সমূহের পাঠ্যপুস্তক যৌক্তিক মূল্যায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে;
- মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে ১হাজার ২শ ৬৬কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩৮কোটি টাকা ব্যয়ে ১হাজার ১শ ৩০টি মাদরাসায় বহুতল ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ১০১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৯৫টি মাদরাসায় শিক্ষার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রেণিকক্ষ আধুনিকায়ন, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ৫২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মাদরাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ি স্তরে ২০১৫ সালে ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং ১৫ হাজার শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। জে.ডি.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০০০ শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং ৬০০০ শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- প্রতিবছর নির্ধারিত সময়ে ইবতেদায়ি ও জে.ডি.সি. পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ৩০দিনের মধ্যে এবং দাখিল ও আলিম পরীক্ষা শেষে সাধারণ বোর্ডের ন্যায় ৬০ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে;
- ১২৫ টি মাদরাসায় কারিগরি শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে;
- ৩৫টি মাদরাসাকে মডেল মাদরাসা হিসেবে ঘোষণা করে উক্ত মাদরাসাসমূহে অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ, উন্নতমানের আসবাবপত্র সরবরাহ, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, প্রয়োজনীয় উপকরণসহ কম্পিউটার প্রদান এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে;

- ৩১টি মাদরাসায় ফাজিল শ্রেণিতে ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে;
- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে দাখিল স্তরে ৩৫টিতে নবম শ্রেণির পাঠদান, ১৮টিতে একাডেমিক স্বীকৃতি, ৩৩টিতে বিজ্ঞান শাখা খোলা এবং আলিম স্তরের ৭টি মাদরাসায় পাঠদানের অনুমতি, ১৮টিতে একাডেমিক স্বীকৃতি, ৩টিতে বিজ্ঞান শাখা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষার সন	জে.ডি.সি.			দাখিল			আলিম		
	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণের সংখ্যা	পাশের হার	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণের সংখ্যা	পাশের হার	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণের সংখ্যা	পাশের হার
২০১৬	-	-	-	২৪৬৩৩৬	২১৭৫০০	৮৮.২৯%	৮৯৬০৩	৭৯০৭৭	৮৮.২৫%
২০১৫	৩৪৩১৯০	৩১৭৩১২	৯২.৪৬%	২৫৪৬২২	২২৯৬৬৬	৯০.২০%	৮২৫৮৮	৭৪৪৬১	৯০.১৯%

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়া কমানো এবং প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে চলেছে। ২০১০ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক ও ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরের সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বছরের প্রথম দিনেই বিতরণ করা হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ি, দাখিল ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখন ও প্রতিবছর ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে নতুন বই হাতে শিক্ষার্থী

- ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদযাপন করা হয়। উৎসবের মাধ্যমে সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে এ পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০১৬

- ২০১৬ সালে স্তর অনুযায়ী বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা নিচে উল্লেখ করা হলো :

বছর	প্রাক প্রাথমিক	প্রাথমিক	ইবতেদায়ি	দাখিল ও দাখিল (ভোকেশনাল)	এস.এস.সি. (ভোকেশনাল)	মাধ্যমিক	বিতরণকৃত মোট পাঠ্যপুস্তক
২০১৬	৬৫৭৭১৪২	১০৮৭১৯৯৯৭	১৯২৫৫৬১৫	৩৩৯৩৩৭৯৭	২২৭১৮৩৬	১৬৩০০৪৩৭৩	৩৩৩৭৬২৭৬০

উৎসবের বিশেষ মূহুর্ত

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে মেধাবী (Extraordinary Talent) অনুসন্ধান ও মেধার স্বীকৃতি প্রদানে 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২' প্রণীত হয়। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হয় এ নীতিমালা বাস্তবায়ন। সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার ৩টি গ্রুপে ৪টি বিষয়ে উপজেলা, জেলা, ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা মেধাবী এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা ৯৬ জন থেকে ১২ জনকে নির্বাচন করা হয়। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে একই প্রক্রিয়ায় ২৪ জন সেরা মেধাবী নির্বাচন ও পুরস্কৃত করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেরা মেধাবী প্রত্যেককে সনদ ও এক লাখ টাকার চেক প্রদান করেন। এ ছাড়া সৃজনশীল মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৃজনশীল মেধাবী শিক্ষার্থীবৃন্দ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ

মননশীল ও সৃজনশীল জাতি গঠনই বর্তমান সরকারের লক্ষ। দেশের মাধ্যমিক, কলেজ, কারিগরি ও মাদরাসার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচিতে মাধ্যমিক, কলেজ, কারিগরি ও মাদরাসা স্তরের শিক্ষার্থীরা ৪টি গ্রুপে ১৪টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রতি গ্রুপ থেকে প্রতি বিষয়ে ১ জন করে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক পর্যায়ে বিজয়ী হয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া শিক্ষা সপ্তাহে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নির্বাচন ও মনোনীতকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে র‍্যালি

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

- ব্যানবেইস দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রতিবছর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যানবেইস ৩টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করে। (1) Study on Present Status of Education in Enclave/Defunct of Bangladesh (2) Study on Private and Public Expenditure in Secondary School (3) Study on Teaching Learning Environment and Facilities in Secondary School.

(i) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯ সাল থেকে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণা কাজের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। ২০১৬ সাল থেকে Grants for Advance Research in Education (G.A.R.E.) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে Online-এ গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে। উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২শ ১৩ টি গবেষণা প্রস্তাবের জন্য ৩৩.২০ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে;

(ii) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশে শিক্ষা গ্রহণে প্রাপ্ত বৃত্তির জন্য প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যানবেইস সম্পন্ন করে থাকে। কম্পিউটারে সর্বশেষ প্রযুক্তির সফটওয়্যার ব্যবহার করে দ্রুততার সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঙ্ক্ষিত প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যানবেইস ১০ ধরনের বৈদেশিক বৃত্তির জন্য ১৮৫০ জন প্রার্থীর আবেদন প্রক্রিয়াজাত করেছে;

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর পরিচালনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিক্ষাবিষয়ক ১২টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে;

- উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার (U.I.T.R.C.E.)-এর মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২৭ হাজার শিক্ষককে আই.সি.টি. প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগকৃত কোরিয়ান কোম্পানি LS Cable System Ltd.-এর মাধ্যমে ৪টি ব্যাচে ৩২ জন কর্মকর্তাকে কোরিয়াতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব

- এ সময়ে আই.সি.টি. বিষয়ক ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে ব্যানবেইস। বিভিন্ন কোর্সে স্কুল, কলেজ, মাদরাসার শিক্ষক, বিভিন্ন সংস্থা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৮শ ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কম্পিউটার বেসিক ও অফিস প্রোডাকটিভিটি, Arc G.I.S., ই-গভর্নেন্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, হার্ডওয়ার মেনটেইনেন্স এন্ড ট্রাবলসুটিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

ল্যাব এসিসটেন্টদের জন্য প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সনদ বিতরণ

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিস প্রজেক্টের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৭৫০ জন শিক্ষক (স্কুল, কলেজ, মাদরাসাকে) ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপজেলা পর্যায়ে ৯৭টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ হলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ সারা দেশের অটিস্টিক শিশুদের মূলধারার শিক্ষার সাথে একীভূত করবেন;

ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর আর্টিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

- স্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস ২ (এফ.এল.টি.সি.-২) প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৩০০০ জনকে বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে নির্বাচিত ১৫০০টি বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৮১৮জন বিজ্ঞান শিক্ষককে আই.সি.টি. বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- (T.Q.I.-II)- এর আওতায় ২০১৬ পর্যন্ত ১ লাখ ২২ হাজার ১শত ৯৩ জন শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৪ দিন মেয়াদি সি.পি.ডি. ফর ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে ২৬ হাজার ১৮০ জন; ৪১ হাজার ৬শ ৫১ জন শিক্ষককে ৫ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া, ৩দিনের সি.পি.ডি টি.ও.টি. কোর্সে ৫৪৬ জন, ৬দিনের সি.পি.ডি. টি.ও.টি. কোর্সে ৩৪১ জন, প্রধান শিক্ষক/সুপার/অধ্যক্ষ (২১ দিন, ৩৫ দিন এবং ৬দিন লিডারশিপ প্রশিক্ষণে)- ১ হাজার ৮শ ৪৩, ৭ হাজার ৩শ ১৬ এবং ১১ হাজার ১শ ৮৭ জন এবং এস.এম.সি.র ১৪ হাজার ৪৭ জন সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ১০ দিনের ক্যাপাসিটি ট্রেনিং ফর ডি.আই.এ./ডি.সি. ২শ ৩৪ জন, ৩ মাসের এ.এস.টি.সি. ১ হাজার ৩৯ জন, এডভান্সড আই.সি.টি. ৪৬ দিনের ৩ শ ৬ জন, আই.সি.টি. ট্রাবল শুটিং ০৩ দিনের ২ হাজার ১শ ২১ জন, ক্লাস্টার ট্রেনিং ১ দিনের ৯শ ৮৯ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

TQI-II আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

- S.E.S.I.P.- এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কারিকুলাম বিস্তরণ বিষয়ে ২৫ হাজার ৮শ ৫৪জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

(i) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কারিকুলাম বিস্তরণ, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি, হাতে কলমে বিজ্ঞান, সরকারি ক্রয় নীতিমালা, মাঠ পযায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের বেসিক, অনলাইন এম.পি.ও. সফটওয়্যার, পি.বি.এম. (মাধ্যমিক পর্যায়) বিষয়ে ১ লাখ ১৭ হাজার ২শ ৩৩ জন শিক্ষক ও কমকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের দক্ষ করে গড়ে তোলা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬ মাস মেয়াদি এডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্সে ৩টি ব্যাচে ৫শ ৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া, যুবমহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আউটসোর্সিং, ফ্রিল্যান্সিং, ওয়েবপেজ ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ফান্ডামেন্টাল অব আই.টি. এবং প্রোগ্রামিং এর ওপর বিভিন্ন মেয়াদি ১১টি শর্ট কোর্স ও ইন-সার্ভিস কোর্সের ৩শ ৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ডের আয়োজনে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ১হাজার শিক্ষক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ২৪টি বিষয়ের (৬ দিনব্যাপী) প্রায় ১হাজার, ৯শ জন মাস্টার ট্রেইনারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৩৬৮ জন শিক্ষককে পাইলট প্রোগ্রামের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(i) L.S.B কম্পোনেন্ট সংক্রান্ত শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে ৭২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

(ii) ইউনিসেফের সহায়তায় জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার (Life Skill Based Education) শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে প্রায় ৪হাজার ৪শ ৭০ জন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদরাসা প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্সে ৯৫ জন, দাখিলস্তরের ব্যবহারিক আরবি ভাষা, Communicative English, গণিত, বিজ্ঞান, আল-কুরআন, ইসলামের ইতিহাস এবং বাংলা বিষয়ে ১ হাজার ৪৫ জন, দাখিলস্তরের মাদরাসা প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৬৩ জন, সিনিয়র (আলিম, ফাযিল ও কামিল) মাদরাসার বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য আরবি, ইংরেজি, গণিত ও জীববিদ্যা বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের জন্য চার সপ্তাহব্যাপী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সে ২১৪ জন, ইবতেদায়ি মাদরাসা প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে ১২৮ জন, দাখিল স্তরের মাদরাসা প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে ১১৪ জন, সিনিয়র (আলিম, ফাযিল ও কামিল) মাদরাসা প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৪ জন, মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে আই.ডি.বি. প্রকল্পাধীন প্রতিষ্ঠান প্রধানদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্সে ১১০ জন, মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বি.এম.টি.টি.আই.-এর নিজস্ব প্রকল্পে ২৭ দিনব্যাপী বিষয়ভিত্তিক (আরবি ও ইংরেজি) প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৪০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.) ২০১৫ সালের ২৯ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর ৪ দিনের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এতে ৩৪জন কর্মকর্তা কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন;

নায়েম আয়োজিত ১৪৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনীতে কৃতি ১০ প্রশিক্ষণার্থীর সঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিব মহোদয়

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ রাজস্বখাত বহির্ভূত ৪শ ১৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৩১ হাজার ৩ শ ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;

(i) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নায়েমের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৭৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৩ হাজার ৩শ ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- আইসেস্কোর সহযোগিতায় বি.এন.সি.ইউ.-তে ২০১৫ সালের ৫-৯ জুলাই Financial Management বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেন;

(i) বি.এন.সি.ইউ. এবং কোরিয়া ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে ভোলার দৌলতখান থানার চরখলিফা ইউনিয়নে বয়স্কদের সাক্ষরতা বিষয়ক একটি প্রকল্প (Literacy Campaign for the Women of Char Khalifa, one of the marginalized communities of Bangladesh) বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য ছিল, প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নের কমপক্ষে ৫০০ জন নিরক্ষর নারীকে সাক্ষর করে তোলা;

Literacy Campaign for the Women of Char Khalifa, one of the marginalized communities of Bangladesh প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বি.এন.সি.ইউ. সচিব জনাব মনজুর হোসেন ও ভোলার জেলা প্রশাসক

(ii) Wenhui Award for Educational Innovation 2015, Kalinga Prize-2015, UNESCO Hamdan Prize 2015, MAB Young Scientist Award 2015, UNESCO Japan Prize, UNESCO/ISEDC Fellowship Programme, UNESCO International Literacy Prize 2015 ইত্যাদি পুরস্কারের জন্য প্রার্থিতা আহবান করা হয়। UNESCO/Korean Fellowship Programme 2015-এ শিক্ষা ক্যাডারের একজন সহকারী অধ্যাপক নির্বাচিত হন এবং তিনি ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ফেলোশিপ কার্যক্রমে এবং UNESCO The China Great Wall Programme 2015-এ সহযোগী অধ্যাপক জনাব এ. কে. এম. মুনিরুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া, ২০১৬ সালের ২১-২৪ জুন থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Training Workshop for Officials of Asian National Commission for UNESCO-তে বি.এন.সি.ইউ.-র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন;

(iii) ২০১৬ সালের UNESCO/KOICA Joint Fellowship Programme-এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. আখতারউজ-জামান অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া UNESCO/The China Great Wall Programme 2016-এ অংশগ্রহণ করেন শের-ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক এস.এম. মিজানুর রহমান;

- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মো. মোস্তাফিজুর রহমান Indian Technical and Economic Cooperation (I.T.E.C.) এর ফেলোশিপে Aptech Limited, India -তে ২০১৫ সালের ১৪ জানুয়ারি হতে ২৪ মার্চ অনুষ্ঠিত Certificate of Proficiency in English & IT Skills প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন;

(i) কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মো. আব্দুল আলীম Indian Technical and Economic Cooperation (I.T.E.C.)-এর ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ২০১৫ সালের ১১ নভেম্বর হতে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত Diploma in Monitoring and Evaluation কোর্সে অংশগ্রহণ করেন;

(ii) কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মো. হাফিজুর রহমান ২০১৫ সালে ৯-২৭ ফেব্রুয়ারি Indian Technical and Economic Cooperation (I.T.E.C.)-এর ফেলোশিপে 'Financial Management' প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন;

(iii) বি.ম.ক.-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অধিকতর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোট ৫১জন কর্মকর্তা ও ৬জন কর্মচারী বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন;

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অর্থায়নে ২০১৬ সালের ৩০ এপ্রিল মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকগণের জন্য নায়েমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা মহানগর ও নিকটবর্তী এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৬৬ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন;

জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মহিউদ্দীন খান

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সিঙ্গাপুরস্থ নানিয়াং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

- প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সিঙ্গাপুরের Nanyang Polytechnic Institute এ ৪৫০ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণা সহায়ক ও প্রকাশনা বিভাগের বিভিন্ন শাখার অধীনে পরিচালিত ৭৯০টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখায় মোট গবেষণা প্রকল্প ছিল ১৩৬টি এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখায় ছিল ৬৫৪টি। এর বিপরীতে মোট ৫৮ লাখ ৫৭ হাজার ৩শ ৪ টাকা টাকা ছাড় করা হয় এবং নতুন ও পুরাতন প্রকল্পসমূহ মূল্যায়নের জন্য ২২১ জন বিশেষজ্ঞের ৯ লাখ ৫৪ হাজার টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়।

প্রকাশনা

- ব্যানবেইস শুরু থেকেই শিক্ষাতথ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা জরিপ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ব্যানবেইসের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাগুলো হলো :

(১) Study on Effectiveness of Public Web Portals in Education Sector in Bangladesh and the Way out;

(২) Status of Physical Status of Private University to Ensure the Quality Education;

(৩) Study on Prospects and challenges of Using I.C.T. in Madrasa Education at Dhakil Level;

(৪) Bangladesh Education Statistics 2015;

(৫) Pocket Book on Bangladeh Education Statistics 2015;

(৬) Climate Change Education for Sustainable Development (CCESD)

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নায়েম-এর ২টি জার্নাল ও ৪ টি নিউজ লেটার প্রকাশিত হয়েছে;

- ২০১৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট থেকে জার্নাল *মাতৃভাষা (বাংলা ও ইংরেজি)* ও নিউজলেটার *মাতৃভাষা-বার্তা* প্রকাশিত হয়েছে।

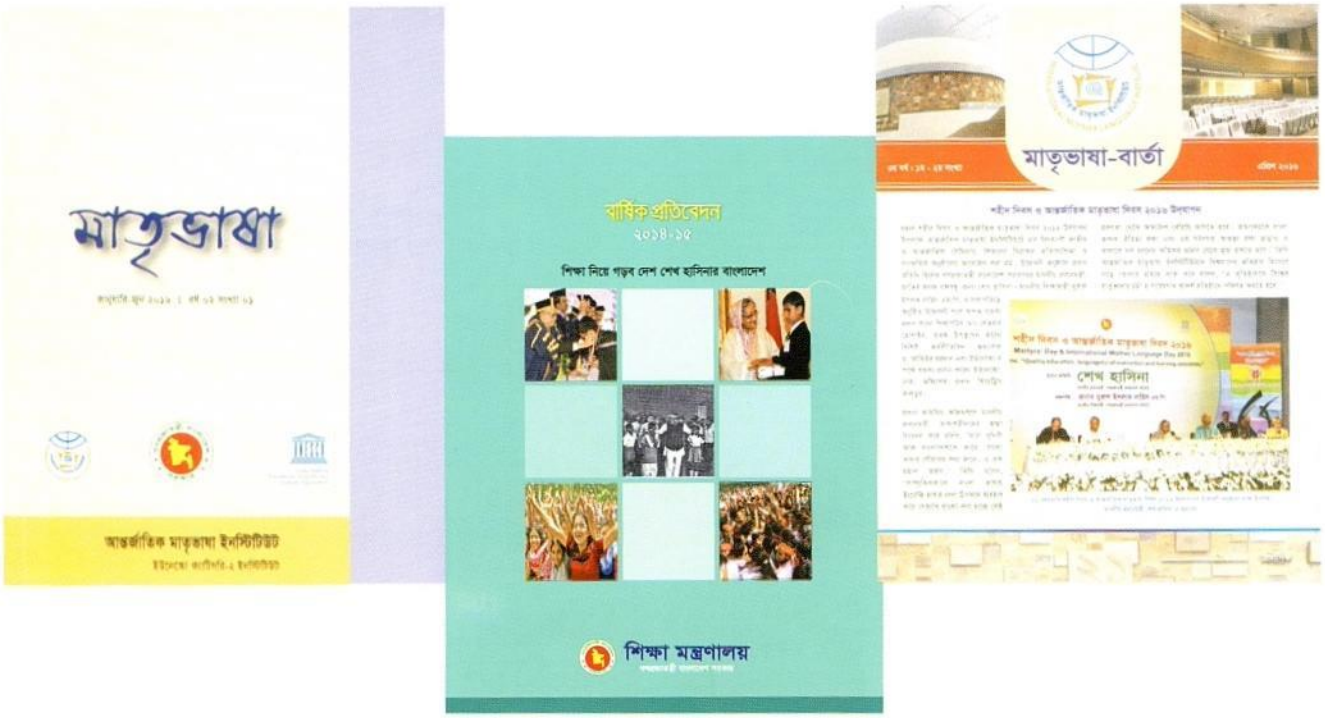

- বিমক প্রতি অর্থবছরে গবেষণা প্রতিবেদন ও গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকে। এ অর্থবছরে প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলো:
- Ethnographic Profile of North-Eastern Region Ethnic Groups in Bangladesh. Abdul Awal Biswas. January 2015, ISBN: 978-984-91060-4-3;
- Environmental Sanitation, Wastewater Treatment and Disposal. Tanveer Ferdous Saeed, Abdullah Al-Muyeed and Tanvir Ahmed. February 2015, ISBN: 978-984-8920-16-9;
- Knowledge and Competitiveness in Elite Institutions in Bangladesh : Implication for Governance. Dhiman Chowdhury. April 2015, ISBN: 978-984-91060-9-8;
- বাংলাদেশের মুসলিম সমাধি স্থাপত্য। আয়শা বেগম। সেপ্টেম্বর ২০১৫, ISBN: 978-984-91060-8-1;
- বাংলা অবাচনিক যোগাযোগ। হাকিম আরিফ। সেপ্টেম্বর ২০১৫, ISBN:978-984-91567-0-3।

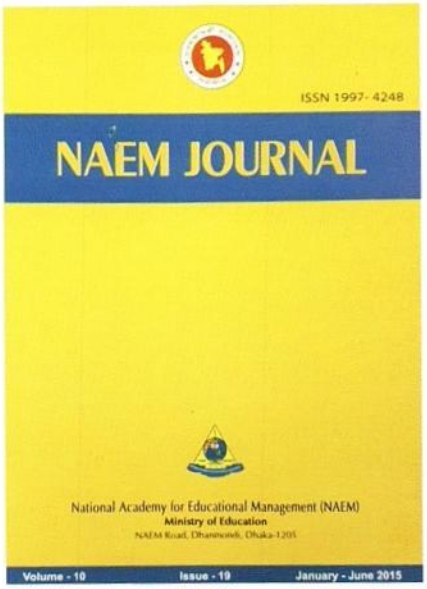

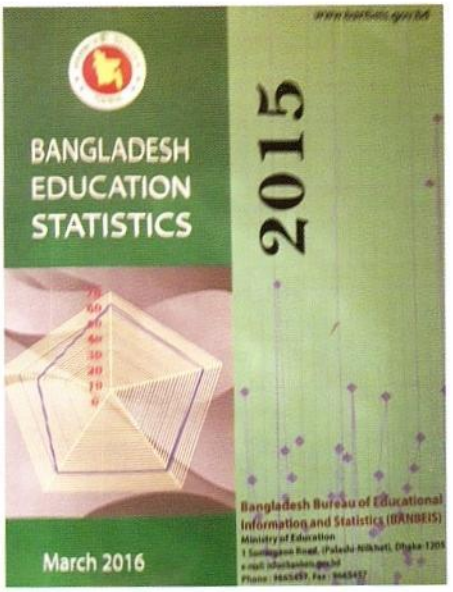

- TQI-II এর উদ্যোগে নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পৌরনীতি, হিসাববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সুশাসন ও আইসিটিসহ ২৩টি বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করা হয়েছে;
- মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. লিখিত পুস্তিকা ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস লক্ষ্য অর্জনে যুগান্তকারী সাফল্য যেতে হবে বহুদূর প্রকাশিত হয়।

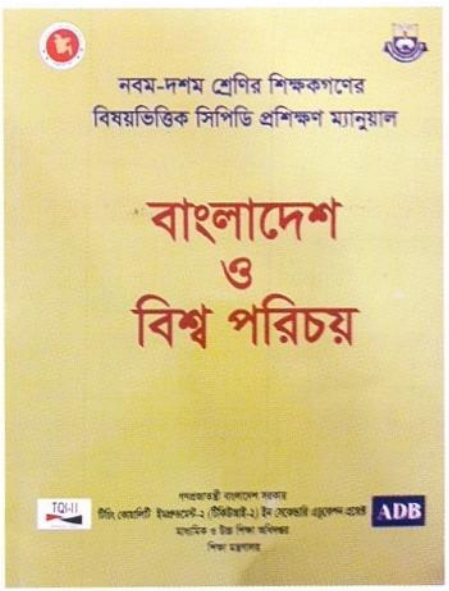

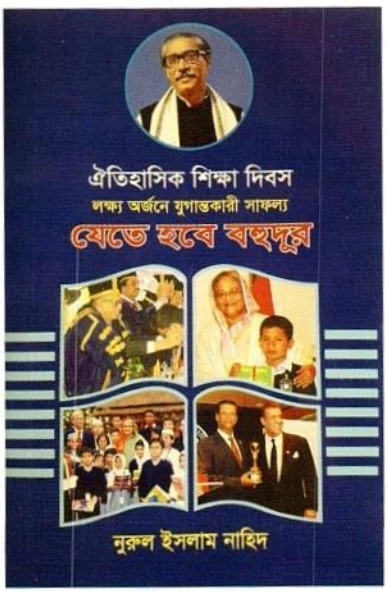

সভা, সেমিনার ও কর্মশালা

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্বোধনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহে ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত ও জাতীয় শোক দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। জাতীয় দিবস পালনে সভা, সেমিনার, সমাবেশ, র‍্যালি, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবসে শিক্ষার্থী শিল্পীদের সঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে বৃত্তি বিষয়ক কর্মশালা ও মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে;
- বি.এন.সি.ইউ. ও ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের যৌথ উদ্যোগে ২০১৫ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের কনফারেন্স রুমে The National Consultation Forum on Education 2030: Towards Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। Sustainable Development Goal 4-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় আলোচনার জন্য এ সভা আয়োজন করা হয়। এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ইউনেস্কো ঢাকা অফিস, বি.এন.সি.ইউ., বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ ও A.P.M.E.D. 2030-এর প্রতিনিধিগণ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন;
- ইঞ্চন ডিক্লারেশনের পর S.D.G.-4 এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সার্কভুক্ত দেশসমূহের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনেস্কো-র আমন্ত্রণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব চৌধুরী মুফাদ আহমদের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে;
- ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম ২০১৪-১৫-এ প্রস্তুতকৃত নায়েম-এর Senior Staff Course on Education and Management (S.S.C.E.M.)-এর 'প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল'-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সচিব উপস্থিত ছিলেন;
- ইউনেস্কোর 'সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল' (আই.এফ.সি.ডি.) ২০১৬-এর অধীন বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক অনলাইনের মাধ্যমে জমাকৃত ১৯টি প্রকল্প প্রস্তাব হতে দু-টি প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের লক্ষ্যে গঠিত প্রাক-বাছাই কমিটির সভা আহ্বান ও চূড়ান্ত বাছাই সম্পন্নকরণ এবং বি.এন.সি.ইউ.-র মূল্যায়ন সংযোজনপূর্বক চূড়ান্তভাবে বাছাইকৃত প্রকল্প প্রস্তাব দু-টি আই.এফ.সি.ডি. কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়;

(i) ২০১৫ সালের ২৫ অক্টোবর Launching Ceremony on Education for All Global Monitoring Report 2015 and Bangladesh E.F.A. Review Report বিষয়ে সভার আয়োজন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল Global Monitoring Report 2015 Summary Ges E.F.A. 2015 National Review Bangladesh-এর বাংলা অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ উপস্থাপন করা এবং এর মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;

(ii) বি.এন.সি.ইউ. ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন মহাস্থানগড়কে World Heritage Site-এ অন্তর্ভুক্ত করতে কোরিয়ান বিশেষজ্ঞের সহায়তায় ২০১৬ সালের ১৭-১৮ এপ্রিল একটি ফলোআপ সেমিনারের আয়োজন করা হয়;

(iii) Sub-regional workshop on the SAARC Framework for Action for Education 2030 কর্মশালাটি ২০১৬ সালের ৩০-৩১ মার্চ নেপালের কাঠমুন্ডু শহরে অনুষ্ঠিত হয়;

(iv) ২০১৬ সালের ১৩-১৫ জুন চীনের সাংহাইতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনসমূহের ৩য় আন্তঃআঞ্চলিক কর্মশালায় বি.এন.সি.ইউ.-র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন;

(v) বি.এন.সি.ইউ. ও আইসেস্কোর যৌথ উদ্যোগে ২০১৫ সালের ২৮-২৯ ডিসেম্বর বি.এন.সি.ইউ.-এর কনফারেন্স রুমে National Workshop on the use of ICTs in Literacy and Non-Formal Education শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে I.C.T. ব্যবহার সম্পর্কে মতামত প্রদান ও আলোচনা হয়। বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে জড়িত ১৫ জন কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন;

পূরণ করার লক্ষ্যে বি.এন.সি.ইউ. ইউনেস্কো ঢাকা অফিসসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়;

- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান ২০১৫ সালের ৩১ এপ্রিল থেকে ৭ জুন যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত Going Global Conference 2015: The Conference for Leaders of International Education, ৮ জুলাই থেকে ১০ জুলাই ভারতে অনুষ্ঠিত 16th S.A.Q.S. Committee Meeting এবং ৮ জুন থেকে ৯ আগস্ট মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত International Business and Social

National Workshop on the Use of ICTs in Literacy and Non-Formal Education শীর্ষক কর্মশালায় শিক্ষা সচিব জনাব মো. সোহরাব হোসাইন

- ২০১৩ সালে ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৭তম অধিবেশনে বাংলাদেশ পুনরায় পরবর্তী চার বছরের জন্য ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়। বিশিষ্ট কবি ও মুখ্যসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলাদেশ ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ড সভার সদস্য হওয়ায় ২০১৫ ও ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সভায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে;

- ইউনেস্কোর ২০১৮-২০২১ সালের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট ও কর্মসূচি প্রণয়নের অংশ হিসেবে অনলাইন Questionnaire

Science Research Conference এ যোগদান করেন। এ ছাড়াও তিনি একই বছরে ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও নিউজিল্যাণ্ডের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন;

(i) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বি.ম.ক.)-এর কয়েকজন কর্মকর্তা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশ আমেরিকা, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলন, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ-এ অংশগ্রহণ করেন;

(iii) ২০১৫ সালের ১৫ নভেম্বর M.C.Q. প্রশ্নমালা প্রস্তুতি বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সদস্য ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক প্রফেসর ড. এম. মোজাহার আলী;

- ২০১৫ সালের ১২ নভেম্বর বিগত ছয় বছরে হেকেপের অর্জন বিষয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে 'Six Years of HEQEP: Transforming Higher Education in Bangladesh' শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে;
- ২০১৫ সালের ১২ আগস্ট Quality of Higher Education in Bangladesh: Strategies for Success Through Global Collaboration শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে যুক্তরাষ্ট্রের University of Michigan-Flint, Department of Computer Science, Engineering and Physics, Mechanical Engineering এর Associate Professor and Chairperson, Mr. Quamrul H. Mazumder উপস্থিত ছিলেন ;
- ২০১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর Opportunities for Academic Co-operation between EU Universities and Bangladeshi Universities শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে Guest of Honour হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের Ambassador & the Head of Delegation, Mr. Pierre Mayaudon। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান;
- ২০১৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে To Promote the Dynamic Linkages between Practices of Mother Language(s) and Literature. এবং Impact of ICT on the Mother Tongue-based Education of the Developing Countries. আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষাগবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া ২৩ ফেব্রুয়ারি একুশ শতকে বাংলাদেশে বাংলাভাষা পরিস্থিতি, একুশ শতকে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা পরিস্থিতি, একুশ শতকে বাংলাদেশে বাংলা উপভাষা পরিস্থিতি। একুশ শতকে বাংলাদেশে নৃভাষা পরিস্থিতি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়;

- ২০১৬ সালের ৩০ জুলাই মাসে TQI-II প্রকল্পের উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ক্লাস এবং ঢাকা মহানগরীতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি ও ফলাফল বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান এবং এর মাধ্যমে আর্থিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

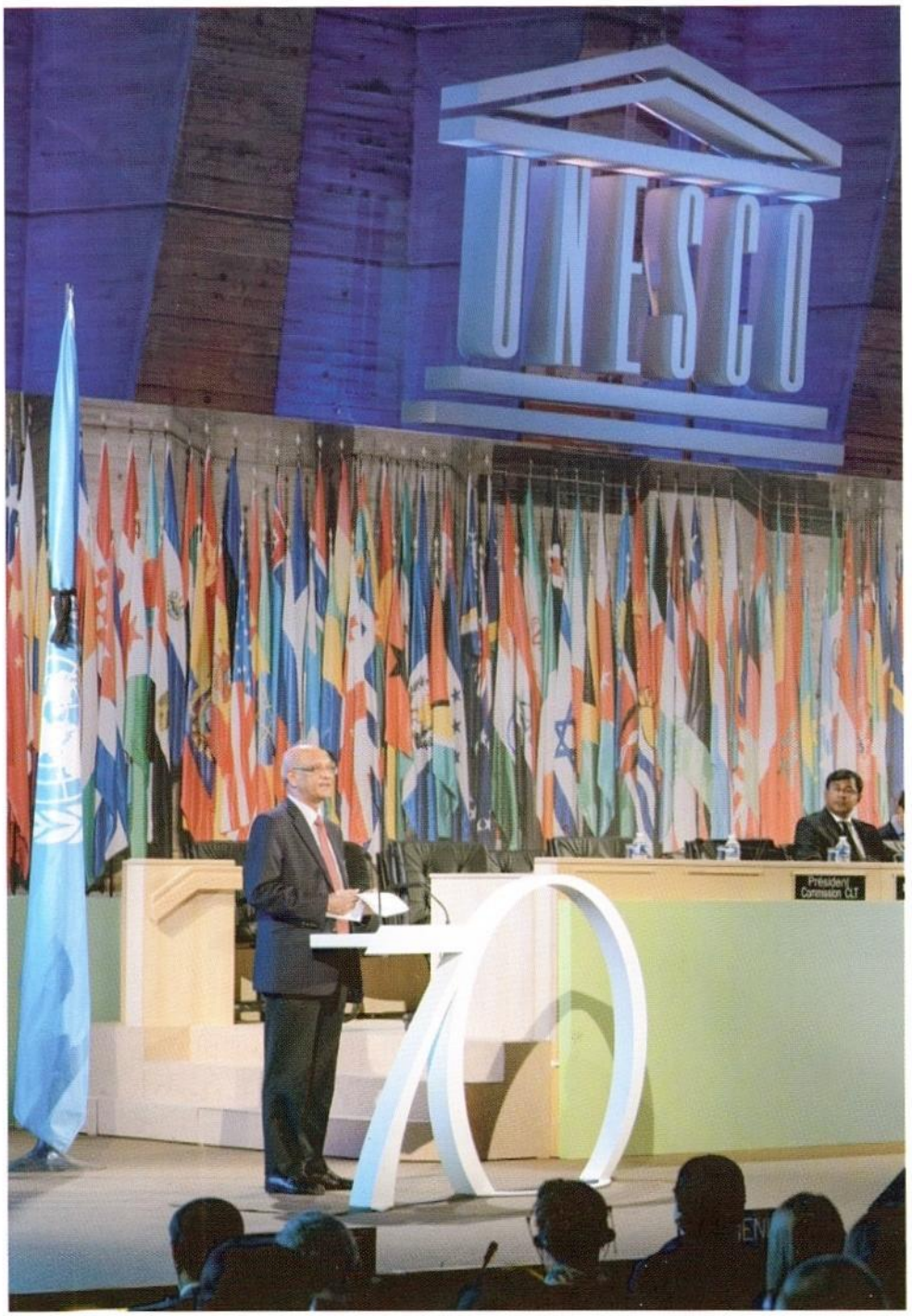

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের (বি.এন.সি.ইউ) চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় ৩৮তম অধিবেশনের (নভেম্বর, ২০১৫) ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন;

অন্যান্য

- UNESCO 2015 Convention on the Protection and Promotion Of the Diversity of Cultural Expressions এর অধীন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল (International Fund for Cultural Diversity-IFCD)-হতে ৬ষ্ঠ বারের মত ২০১৫ সালে প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। মনোনীত ২টি প্রকল্প বি.এন.সি.ইউ. কর্তৃক ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়;
- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে Korean National Commission for UNESCO (K.N.C.U.) UNESCO Bridge Climate Change Education Project-এর অধীনে বাংলাদেশের দু-টি জেলায় দু-টি প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দ করে। এ প্রকল্পগুলো হলো : গাজীপুর জেলায় কাজী সিরাজ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত Time for Climate Action; এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় 'Light of Hope কর্তৃক বাস্তবায়িত Green School Project for Rural Bangladesh;
- বি.এন.সি.ইউ. কর্তৃক ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে UNESCO Participation Programme ২০১৫-২০১৬-এর আওতায় প্রকল্প আহবান ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ৭টি প্রকল্প প্রস্তাব ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে এ ৭টি প্রকল্পে ইউনেস্কো অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে;
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইসলামিক এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (আইসেস্কো) Documentation on Islamic Heritage Sites in Dhaka City Library Development Project, Madrasa-e-Aliya, Dhaka এ দু-টি প্রকল্পের জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করে। 'Documentation on Islamic Heritage Sites in Dhaka City প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ইসলামিক স্থাপনাসমূহের ওপর একটি সচিত্র ই-বুক প্রস্তুতের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং Library Development Project, Madrasa-e-Aliya, Dhaka প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার মাদরাসা-ই-আলিয়া বহু বছরের পুরাতন লাইব্রেরিতে রক্ষিত আরবি, ফার্সি, উর্দু ভাষায় রচিত ১হাজার ১শ ৬৫টি দুষ্প্রাপ্য বই বাঁধাই ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- বি.এন.সি.ইউ.-এর সহযোগিতায় ২০১৫ সালের ৭ নভেম্বর, ইউনেস্কো সদর দপ্তর, প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৮তম অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২-এর মর্যাদা লাভ করে;
- 'ঢাকা' কে World Book Capital City হিসেবে মনোনীত করার লক্ষ্যে মনোনয়ন ফাইল প্রস্তুতিতে বি.এন.সি.ইউ. সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং যথাসময়ে তা ইউনেস্কোর কাছে প্রেরণ করে;
- ২০১৬ সালে Financial Support for Acquisition of Electronic Devices for Bangladesh National Commission for UNESCO (B.N.C.U.) শীর্ষক প্রকল্প I.S.E.S.C.O. তে প্রেরণের মাধ্যমে বি.এন.সি.ইউ.-র কনফারেন্স হলে বিদ্যমান সাউন্ড সিস্টেম-এ অতিরিক্ত ডেলিগেট ইউনিট সংযোজন, ওয়্যারলেস সাউন্ড সিস্টেম সংযোজন ও মনিটর সংযোজন, বি.এন.সি.ইউ. কনফারেন্স কক্ষের আধুনিকীকরণের কার্যক্রম গৃহীত হয়;
- ব্যানবেইস প্রতিবছর দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (পোস্ট-প্রাইমারি) জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যানবেইস স্থাপিত শিক্ষা সেক্টরের জাতীয় ডাটা ওয়্যার হাউসে সংরক্ষণ করা হয়। বার্ষিক শিক্ষা জরিপ ২০১৫-এ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পোস্ট-প্রাইমারি স্তরের সর্বমোট ৪০ হাজার ৩শ ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরিপ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য ক্লিনিং ও চেকিং এর পর প্রতিবেদন (Education Statistics 2016) প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (S.E.Q.A.E.P.) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২১৫টি উপজেলার ১০ হাজার ২শ ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপের মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;

- বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে ২ বছরের জন্য ইউ.জি.সি. প্রফেসর হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে;
- নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়ন, নারী নেতৃত্ব ও নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য 'রোকেয়া চেয়ার' চালু করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. মুহম্মদ শামসুল আলম এ মনোনয়ন লাভ করেন এবং তিনি ২০১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'রোকেয়া চেয়ার' হিসেবে যোগদান করেন;
- ২০১৬ সালের ২৭ মার্চ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ (UNESCO World Heritage)-এর তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদলে সদস্য ছিলেন Fanney Adolphine M. Douvere, কো-অর্ডিনেটর মেরিন প্রোগ্রাম, ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার, প্যারিস, এবং IUCN, UK-এর কর্মকর্তা Maomi Clare Doak ও Mizuki Murai, ১৮ এপ্রিল কোরিয়ান ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের দুই সদস্যের প্রতিনিধি দলের KIM Kwi-Bye ও Chang Jiwon, এবং ৩১মে মালদ্বীপের হাইকমিশনার Dr. Mohamed Asim আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন।

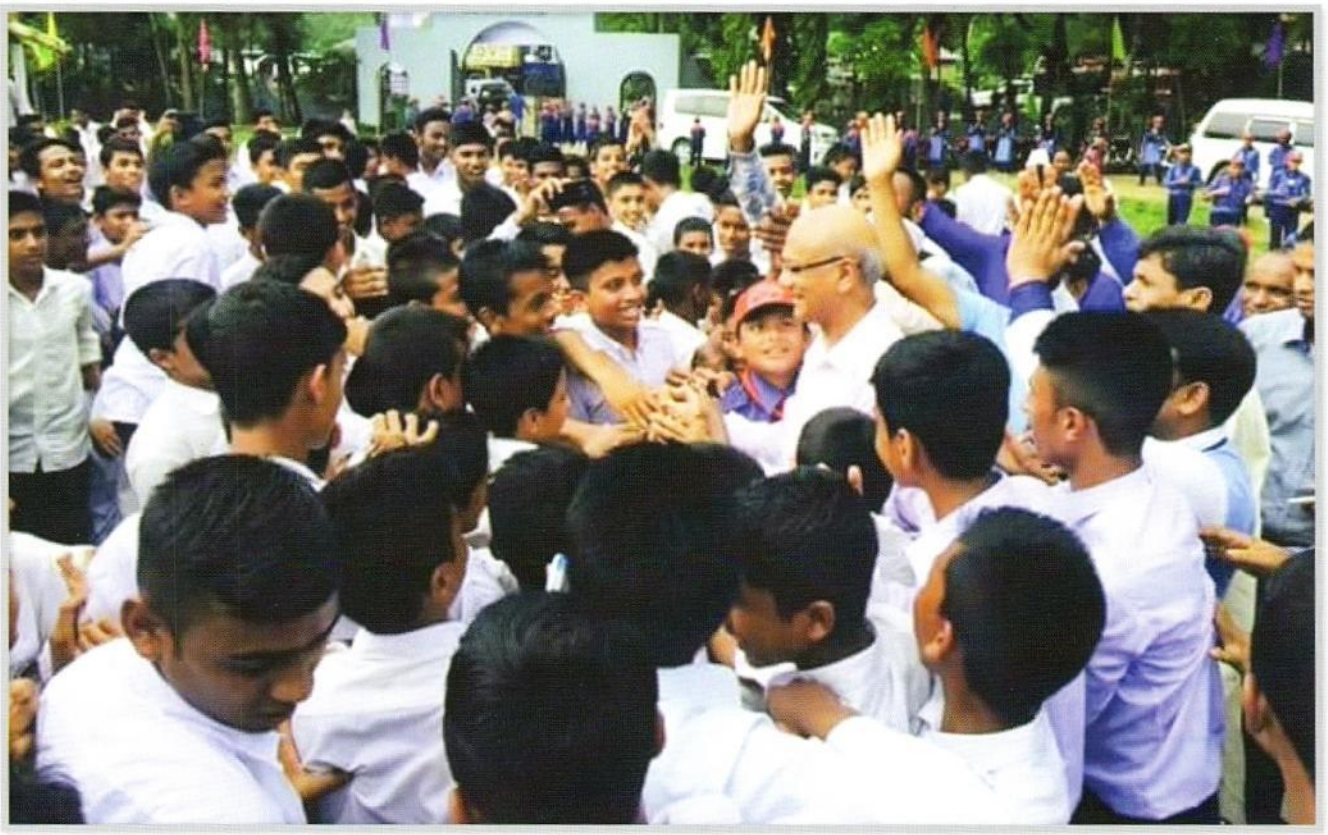

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার